কৃষিই সমৃদ্ধি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর

Bangladesh Rice Research Institute, Gazipur

Phone: PABX-880-2-49272005-9, 49272010-38, 49272056, **Fax**: 880-2-49272000
E-mail: dg@brri.gov.bd; brrihq@yahoo.com; **Website:** www.brri.gov.bd; www.knowledgebank-brri.org

বুলেটিন নং-বোরো/২৫-২৬-০০১ **প্রকাশের তারিখঃ** ২৫/১২/২০২৫ইং

সাপ্তাহিক বুলেটিন

অতিরিক্ত ঠান্ডায় বোরো ধানের বীজতলার পরিচর্যা

ধান গাছের বৃদ্ধির পর্যায়ঃ বীজতলায় চারা অবস্থা

- নিম্ন তাপমাত্রা চলাকালীন আপনার বোরো ধানের বীজতলা প্রতিদিন সকালে একবার পরিদর্শন করতে হবে।

শারীরতাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনাঃ

- অতিরিক্ত ঠান্ডার সময় বীজতলা স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে বিকাল ৩টা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে, তবে খেয়াল রাখতে হবে পলিথিন যেন চারার পাতাকে স্পর্শ না করে।
- প্রতিদিন সকালে চারার উপর জমাকৃত শিশির ঝড়িয়ে দিতে হবে এবং এতে চারা ভালোভাবে বেড়ে উঠবে।
- তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় বীজতলায় রাতের বেলায় পর্যাপ্ত পানি ধরে রাখতে হবে যাতে চারাগাছ অতিরিক্ত ঠান্ডা থেকে রক্ষা পায়। পরদিন সকালে আবার পানি বের করে দিয়ে নতুন করে পানি দিতে হবে। রাতের তাপমাত্রা বৃদ্ধি না পাওয়া পর্যন্ত এভাবে পর্যায়ক্রমে পানি ধরে রাখতে হবে।
- রোপনের পূর্বে চারাগাছ ৪-৫ দিন পলিথিন সরিয়ে স্বাভাবিক পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।
- অতিরিক্ত ঠান্ডার সময় চারা রোপন না করাই উত্তম এবং রোপনের জন্য কমপক্ষে ৩৫-৪০ দিনের চারা ব্যবহার করতে হবে। এ বয়সের চারা রোপন করলে শীতে ও চারার মৃত্যু হার কমে, চারা সতেজ থাকে ও ফলন বেশি হবে।

সার ব্যবস্থাপনাঃ

- নিম্ন তাপমাত্রা চলাকালীন চারার বৃদ্ধি যাতে ব্যহত না হয় এইজন্য বীজ তলার জমিতে প্রতি শতাংশে ২০ কেজি জৈব সার, ২৮০ গ্রাম এমওপি, টিএসপি ও ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।
- অতিরিক্ত ঠান্ডায় চারা গাছ হলুদ হয়ে গেলে শতাংশ প্রতি অতিরিক্ত ২৮০ গ্রাম ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- এ অবস্থায় যদি গাছ সবুজ না হয় তবে প্রতি শতাংশে ৪০০ গ্রাম জিপসাম সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনাঃ

- বীজতলা কোনোভাবেই শুকানো যাবে না। বীজতলায় সবসময় ৩-৫ সে. মি. পানি ধরে রাখতে হবে।
- পানির উচ্চ আপেক্ষিক তাপমাত্রার ফলে সহজে ঠান্ডা হয় না, যা চারার গোড়ার দিকে মাটির তাপমাত্রা ধরে রাখতে সাহায্য করে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বীজ তলায় সেচ দিতে হবে।
- গভীর বা হস্ত চালিত নলকূপের পানি ব্যবহার করা যেতে পারে যা তুলনামূলক গরম থাকে এবং মাটির তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
- বীজতলার অতিরিক্ত পানি সকালে বের করে দিয়ে আবার সন্ধ্যায় নতুন পানি দিতে হবে।

পোকা-মাকড় ব্যবস্থাপনাঃ

- চারা অবস্থায় থ্রিপস পোকা অথবা সারের ঘাটতি জনিত কারণে ধানের চারা হলুদ হয়ে যায়।
- থ্রিপস পোকার আক্রমণ হয়েছে কিনা প্রমাণের জন্য ডান হাতের তালু পানি দিয়ে ভিজিয়ে চারার উপর পাতায় ডান থেকে বামে দুইবার ঘুরাই। অতপর হাতের তালুতে ছোট ছোট কাল রংয়ের থ্রিপস পোকার উপস্থিতি পেলে ব্যবস্থা নিতে হবে।
- এক্ষেত্রে পোকা দমনে বীজতলায় ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে অথবা ম্যালাথিয়ন ইসি ৫৭ অথবা মিপসিন/সপসিন ৭৫ এসপি অথবা সেভিন ৮৫ এসপি গ্রুপের যেকোনো একটি কীটনাশক অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে কোন কীটনাশক দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

রোগবালাই ব্যবস্থাপনাঃ

- ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে বীজতলায় চারা পোড়া রোগ (seedling blight) দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত চারা, শিকড় এবং চারার নিচের অংশ বাদামী রংয়ের হয়। অনেক সময় চারার গোড়ায় সাদা ছত্রাক দেখা যায়। আক্রান্ত চারার বৃদ্ধি কমে যায় এবং ধীরে ধীরে হলুদ হয়ে পাতা শুকিয়ে চারাগুলো মারা যায়।
- বীজতলায় এ রোগ দেখা দিলে রোগের প্রাথমিক অবস্থায় এমিস্টার টপ এজোক্সিস্ট্রবিন+ডাইফেনোকোনাজল গ্রুপ) অথবা সেল্টিমা (পাইরাক্লোস্ট্রবিন গ্রুপ) নামক ছত্রাক নাশক অনুমোদিত মাত্রায় (৩ মিলি ঔষধ/লিটার পানি) ভালভাবে স্প্রে করে চারা ও মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে এবং স্প্রের পানি না শুকানোর আগ পর্যন্ত বীজতলায় সেচ দেওয়া যাবে না। সাধারনত শুকনা মাটিতে এ রোগটি বেশী হয়, সেজন্য বীজতলায় পরিমানমত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। ঠান্ডার সময় প্রতিনিয়ত বিকাল ৪টা থেকে পরের দিন সকাল ৯টা পর্যন্ত পলিথিন দিয়ে বীজতলা ঢেকে রাখতে হবে। তীব্র শত্যপ্রবাহের সময় দিনের বেলাতেও বীজতলা ঢেকে রাখতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, পলিথিনের সাথে চারার পাতা যেন স্পর্শ না করে।

তৈরি ও প্রচারে: এগ্রোমেট ল্যাব, ব্রি, গাজীপুর

যোগাযোগ করুন: উপজেলা কৃষি অফিস / উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা

ব্রি হেল্পলাইন: ০৯৬৪৪৩০০৩০০